দৈনিক জনকণ্ঠ
তারিখ ... 22 APR ...
পৃষ্ঠা ১ কলাম ২ ...

নতুন প্রশ্নপত্রে কাল গণিতের পরীক্ষা

এসএসসি পরীক্ষায় প্রশ্নপত্র ফাঁস

মোয়াজ্জেমুল হক/শরিফুজ্জামান পিন্টু

আগামীকাল বৃহস্পতিবার নতুন প্রশ্নপত্রে অনুষ্ঠিত হবে এসএসসি গণিতের পরীক্ষা। ইতোমধ্যে প্রশ্নপত্র প্রণয়নের কাজ চূড়ান্ত হয়েছে। আজ বুধবারের মধ্যে দেশের সর্বত্র পৌঁছে যাবে নতুন প্রশ্নপত্র। বাকি পরীক্ষাগুলো পুরনো প্রশ্নপত্রেই অনুষ্ঠিত হবে। গণিতের প্রশ্নপত্র ফাঁস হয়েছে বলে পত্রিকায় খবর প্রকাশিত হবার প্রেক্ষিতে শিক্ষা মন্ত্রণালয় এ বিষয়ে নতুন প্রশ্নপত্র প্রণয়নের সিদ্ধান্ত নেয় খবর সংশ্লিষ্ট সূত্রের।

কেবল চট্টগ্রামে নয়, প্রশ্নপত্র ফাঁস হয়েছে রাজধানীতেও। মঙ্গলবার ফাঁস হওয়া প্রশ্নপত্রে রাজধানীসহ দেশের কয়েকটি স্থানে সামাজিক বিজ্ঞান ও সাধারণ বিজ্ঞানের পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়েছে। রাজধানীর মিরপুর এলাকা থেকে আজ বুধবার অনুষ্ঠিতব্য জীববিজ্ঞান বিষয়ের প্রশ্নপত্র পাওয়া গেছে।

একের পর এক প্রশ্নপত্র ফাঁস হবার পরও পরীক্ষা অব্যাহত রাখা যৌক্তিক কি না তা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে। রাজধানীর অনেক মেধাবী ছাত্রছাত্রী চোখে অশ্রু নিয়ে পরীক্ষার হলে ঢুকছে। চরম মানসিক অস্থিরতায় কাটাচ্ছে দেশের সাড়ে সাত লাখ পরীক্ষার্থী। পড়ার টেবিল ছেড়ে কেউবা ছুটছে প্রশ্নপত্রের পিছনে। মঙ্গলবার জাতীয় সংসদে বিএনপি ও জাতীয় পার্টির দু'জন সদস্য প্রশ্নপত্র ফাঁসের বিষয়টি উত্থাপন করেন। তাঁরা সরকারের কাছে এ ব্যাপারে ব্যাখ্যা চান, কিন্তু সরকারের পক্ষ থেকে কোন বক্তব্য দেয়া হয়নি।

এসএসসি পরীক্ষার প্রশ্নপত্র ফাঁস হয়ে যাওয়ায় এইচএসসি পরীক্ষার্থীরাও আতঙ্কিত হয়ে পড়েছে। আগামী ২৮ মে শুরু হবে এইচএসসি পরীক্ষা। জনৈক এইচএসসি পরীক্ষার্থিনী টেলিফোনে জানায়, আমাদের প্রশ্নপত্রও যে ফাঁস হবে না তার গ্যারান্টি কি?

এসএসসি পরীক্ষা সম্পর্কে বিভিন্ন মহলে নানা প্রশ্ন উঠেছে।

(১১ পৃষ্ঠা ২-এর কঃ দেখুন)

নতুন প্রশ্নপত্রে

(প্রথম পাতার পর)

প্রশ্নপত্র ফাঁস ছাড়াও এ বছর যত নকল হচ্ছে নিকটঅতীতে তত হয়নি। নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক জনৈক শিক্ষক পটুয়াখালী থেকে টেলিফোনে জানান, এ বছর নকলের হার বাহাত্তর সালের মতোই। পটুয়াখালীর তিনটি পরীক্ষা কেন্দ্রের অভিজ্ঞতা বর্ণনা করতে গিয়ে তিনি যা বললেন তাতে সেসব জায়গায় যে কোন পরীক্ষাই হচ্ছে না তা বোঝা যায়।

জনকণ্ঠসহ বিভিন্ন জাতীয় দৈনিকের জেলা ও থানা সংবাদদাতাদের পাঠানো খবর অনুযায়ী এ বছর সারা দেশে গণটোকাটুকির হার খুব বেশি। নতুন সিলেবাসে পরীক্ষা হওয়ায় একশ্রেণীর শিক্ষক অনেকটা ইচ্ছাকৃতভাবে পাসের হার বাড়ানোর জন্য নকলের সুযোগ দিচ্ছে বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে। থানা প্রশাসন সক্রিয় থাকায় পরীক্ষাকেন্দ্রের বাইরে সংঘর্ষের পরিমাণ অবশ্য তুলনামূলকভাবে কম।

ঢাকা বোর্ডের একটি সূত্র জানায়, যেহেতু চট্টগ্রাম থেকে প্রশ্নপত্র ফাঁস হয়েছে সেহেতু এর দায়দায়িত্ব স্থানীয় প্রশাসনের ওপর বর্তায়। কারণ পরীক্ষার দু' সপ্তাহ আগে প্রশ্নপত্র জেলা ট্রেজারিতে রাখা হয়। পরীক্ষার ৩/৪ দিন আগে ট্রেজারি থেকে প্রশ্নপত্র থানা প্রশাসনের হাতে যায়। সূত্রটি জানায়, স্থানীয় প্রশাসনের কর্তাব্যক্তিদের কারও ছেলে বা কারও মেয়ে পরীক্ষায় অংশ নিচ্ছে। এদিকে চট্টগ্রামের জেলা প্রশাসক কে এম হাবিবুল্লাহ ইউএনবিকে দেয়া এক সাক্ষাতকারে বলেছেন, এ পর্যন্ত জেলা ট্রেজারি থেকে প্রশ্নপত্র ফাঁসের কোন প্রমাণ পাওয়া যায়নি। তিনি বলেন, আগামী দু'য়েক দিনের মধ্যে জেলা প্রশাসন কর্তৃক গঠিত তদন্ত কমিটির রিপোর্ট দেয়া হবে।

এদিকে সরকারী কঠোর সিদ্ধান্ত ঘোষণার পর মঙ্গলবার প্রকাশ্যে আর কোন বিষয়ের হাতে লেখা ফটোস্ট্যাট প্রশ্ন কেনাবেচা হতে দেখা যায়নি। তবে সব প্রশ্ন ফাঁস হয়ে আছে বলে বিভিন্ন সূত্রে জানানো হচ্ছে। অঙ্ক ও ভূগোল পরীক্ষার প্রশ্নপত্র বিভিন্ন সংবাদপত্রসহ প্রশাসনের কর্মকর্তাদের হাতে আগেভাগেই চলে এসেছে। ধারণা করা হচ্ছে, মঙ্গলবার পর্যন্ত অনুষ্ঠিত বিষয়গুলোর মতো ভূগোল ও অঙ্ক প্রশ্নও মিলে যেতে পারে। সূত্র জানায়, প্রশাসনের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা, বিভিন্ন গোয়েন্দা সংস্থার পক্ষে প্রশ্নপত্র ফাঁসের সত্যতা স্বীকার করে রিপোর্ট প্রদানের পর সরকার বৃহস্পতিবার অনুষ্ঠিতব্য অঙ্ক বিষয়ের পরীক্ষা নতুন প্রশ্নের ভিত্তিতে অনুষ্ঠানের সিদ্ধান্ত নেয়। সিদ্ধান্ত অনুযায়ী সোমবার রাতেই প্রতিটি জেলার প্রশাসনের পক্ষে ঢাকায় লোক প্রেরণ করা হয় এবং মঙ্গলবার দুপুর থেকে নতুন প্রশ্নপত্র প্রদান শুরু হয়। নিকটবর্তী জেলাসমূহে মঙ্গলবার রাতের মধ্যেই নতুন প্রশ্ন পৌঁছার কথা। কিন্তু দূরবর্তী জেলাসমূহে আজ বুধবারের আগে তা পৌঁছানো অসম্ভব। এ প্রেক্ষিতে নতুন প্রশ্নের পরীক্ষা বৃহস্পতিবার অনুষ্ঠানের বিষয়টি নিশ্চিত করা হচ্ছে এবং তা ৫ বোর্ডের অধীনে একযোগে কার্যকর হবে। রাত সাড়ে ৯টায় এ রিপোর্ট লেখার সময় চট্টগ্রাম জেলা প্রশাসনের কর্মকর্তারা নতুন প্রশ্নের জন্য উদগ্রীব হয়ে অপেক্ষা করছিলেন। সংশ্লিষ্ট সূত্র জানায়, এ পর্যন্ত অনুষ্ঠিত বিষয়গুলোর প্রশ্নপত্র ফাঁস হওয়ার সত্যতা প্রমাণিত হওয়ায় এ থেকে কয়েকটি বিষয়ের পরীক্ষা নতুন করে নেয়া যায় কি না তা নিয়ে বিভিন্ন পর্যায়ে আলোচনা চালিয়ে যাওয়া হচ্ছে।

এদিকে প্রশ্নপত্র ফাঁসের রহস্য উদঘাটনে পৃথক পৃথক তদন্ত কমিটি ও ঢাকা থেকে আগত স্পেশাল ব্রাঞ্চ টিমের তদন্ত অব্যাহত রয়েছে। স্পেশাল ব্রাঞ্চ টিম মঙ্গলবার মীরসরাই ও সীতাকুণ্ডে দিনব্যাপী অবস্থান করে বিষয়টি খতিয়ে দেখে। সংশ্লিষ্ট অনেকের বক্তব্য গ্রহণ করে। এর আগে তারা জেলা ও পুলিশের উর্ধতন কর্মকর্তাদের সাথে সোমবার রাত নাগাদ বক্তব্য গ্রহণ করে।

কর্ণফুলী পত্রিকাকে শো-কজ

দু'টি বিষয়ের প্রশ্নপত্র পরীক্ষার আগে ছাপানোর দায়ে স্থানীয় পত্রিকা দৈনিক কর্ণফুলীর ডিক্লারেশন কেন বাতিল করা হবে না—তার কারণ দর্শানোর নোটিস দেয়া হয়েছে।

চট্টগ্রামের জেলা প্রশাসক ডিক্লারেশন এ্যাক্ট ক্ষমতাবলে নোটিসের জবাব দিতে ৭ দিনের সময় দিয়েছেন বলে প্রশাসন সূত্রে জানানো হয়। নোটিসে বলা হয়েছে, পত্রিকায় প্রকাশিত প্রশ্নপত্র সত্য হওয়ায় নকল প্রবণতা উৎসাহিত হয়েছে, যা জনস্বার্থের পরিপন্থী। অপর দিকে প্রশ্নপত্র না মিললে বিপুল সংখ্যক ছাত্রছাত্রী বিভ্রান্ত হতো। বিষয়টি পত্রিকার ডিক্লারেশনের হলফনামার পরিপন্থী। সুতরাং এ ব্যাপারে ব্যবস্থা গ্রহণের ক্ষমতা ডিক্লারেশন এ্যাক্টের প্রদত্ত ক্ষমতা বলে জেলা প্রশাসক রাখেন বলে জানানো হয়।

প্রতিবাদ

জামায়াতে ইসলামী চট্টগ্রাম মহানগরী শাখা দৈনিক জনকণ্ঠে মঙ্গলবার প্রকাশিত এসএসসি পরীক্ষা সংক্রান্ত খবরের আংশিক প্রতিবাদ জানিয়েছে। চট্টগ্রাম মহানগরীর আমীর মোহাম্মদ আবু তাহের এক প্রতিবাদলিপিতে বলেন, খবরে মীরসরাইয়ের অধিবাসী বিজি প্রেসের জনৈক কর্মচারীর সাথে দৈনিক কর্ণফুলীতে প্রকাশিত প্রশ্নপত্র ফাঁসের খবরের মনগড়া যোগসূত্র আবিষ্কার করে সম্পূর্ণ অন্যায়ভাবে জামায়াতে ইসলামীকে টেনে আনা হয়েছে। তিনি আরও বলেন, বিজি প্রেসের কোন কর্মচারীর সাথে জামায়াতে ইসলামীর সম্পর্ক থাকাই অবান্তর। উল্লেখ্য, জনকণ্ঠের প্রতিবেদনে কোথাও জামায়াতে ইসলামীর নাম উল্লেখ করা হয়নি। বিজি প্রেসের উক্ত কর্মচারীর সাথে জামায়াতে ইসলামীর সম্পর্ক আছে এমন কথাও বলা হয়নি।

মঙ্গলবার দৈনিক জনকণ্ঠে প্রকাশিত এসএসসি পরীক্ষা সংক্রান্ত খবরের একাংশের প্রতিবাদ জানিয়েছে বিজি প্রেস কর্মচারী ইউনিয়ন। সংগঠনের ভারপ্রাপ্ত সভাপতি খায়রুল হক মল্লিক এক প্রতিবাদলিপিতে বলেন, বিজি প্রেসের কোন কর্মচারী পলাতক নেই এবং কর্মচারীরা যে যার স্থানে কাজ করছেন।

এদিকে গত ১৭ এপ্রিল জনকণ্ঠে প্রকাশিত এসএসসি পরীক্ষা সংক্রান্ত খবরের আংশিক প্রতিবাদ করেছেন কারারচর মৌলভী তোফাজ্জল হোসেন উচ্চ বিদ্যালয় কেন্দ্রের প্রধান শিক্ষক রঞ্জিত কুমার সাহা। তিনি বলেন, সাংবাদিকদের কারারচর মৌলভী তোফাজ্জল হোসেন উচ্চ বিদ্যালয় কেন্দ্রে ঢুকতে দেয়া হয়নি বলে যে বক্তব্য ছাপা হয়েছে তা সত্যের অপলাপ মাত্র। প্রকৃত তথ্য হচ্ছে, সাংবাদিকদের অফিস কক্ষে বসিয়ে যাবতীয় তথ্য দেয়া হয়। তবে প্রতিটি কক্ষ পরিদর্শনের জন্য কর্তব্যরত ম্যাজিস্ট্রেট তাঁদের অনুমতি দেননি। কারণ এমন নিয়ম নেই।